মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৬৬৬

পর্ব-১৮: প্রশাসন ও বিচারকার্য (كتاب الإمارة والقضاء)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

আরবী

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

বাংলা

৩৬৬৬-[৬] ’উবাদাহ্ ইবনুস্ সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বায়’আত করেছিলাম যে, আমরা শুনব ও আনুগত্য করব যদিও তা কষ্টে, আরামে, সুখে ও দুঃখে হয়। আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা ধৈর্যধারণ করব। আমরা ক্ষমতাশীল ব্যক্তির বিরোধিতা করব না। আমরা হাকের উপর থাকব, যেখানেই থাকি না কেন। আল্লাহর পথে আমরা কোনো নিন্দাকারীর নিন্দাকে মোটেও পরোয়া করব না।

অপর এক বর্ণনাতে আছে, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের থেকে বায়’আত নিলেন যে, আমরা ক্ষমতাশীল শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করব না। তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারো, যদি তাকে প্রকাশ্য কুফরীতে নিমজ্জিত হতে দেখো। আর সে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর কুরআন (ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস)-এর ভিত্তিতে কোনো দলীল প্রমাণ বিদ্যমান থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৭০৫৫, মুসলিম ১৭০৯, নাসায়ী ৪১৫২, ইবনু মাজাহ ২৮৬৬, সহীহাহ্ ৩৪১৮, সহীহ আত্ তারগীব ২৩০৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: কাযী (রহঃ) বলেছেনঃ আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি শ্রবণ করার উপর কষ্ট এবং (স্বচ্ছলতার শাস্তি) সময়ে দুঃখ এবং শান্তির পর্যায়ে। তাদের বায়'আত করার কারণে সাওয়াব, প্রতিদান ও শাফা'আত রয়েছে কিয়ামতের দিন।

''আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলে আমরা সবর করব'' এই উক্তিটির অর্থ নিয়ে বিভিন্ন মনীষীদের বাণী:

* আযহার (রহঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয় এর অর্থ হলো তাদের নিজেদের ওপরে আমীরকে অগ্রাধিকার দিয়ে তারা ধৈর্য ধারণ করবে।

বিদায়াহ্ ওয়ান্ নিহায়াতে বলা হয়েছে: তোমাদের ওপর প্রাধান্য দিবে। অর্থাৎ তোমাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিবে 'ফাই'-এর মাল থেকে তাদের অংশ প্রদান করার মাধ্যমে।

* ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেনঃ প্রাধান্য, অগ্রাধিকার দিবে দুনিয়াবী বিষয়ে। অর্থাৎ যদি তারা পৃথিবীতে তোমাদের ওপর শাসক হিসেবে নির্দিষ্ট হয় তাহলে তোমরা তাদের কথা শ্রবণ ও মান্য কর। তোমাদের অধিকার তাদেরকে (প্রদান/মিলিত) কর না।

আমরা নেতৃত্ব কামনা করি না, আমরা আমাদের নেতা বরখাস্ত করব না, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব না।

* ইমাম নববী (রহঃ) বলেছেনঃ আমরা ভালো কাজের নির্দেশ করব, মন্দ অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিষেধ করব। প্রত্যেক সময়ে এবং স্থানে ছোট ও বড়দের ওপর আমরা কারো সাথে নরম কথা বলব না, আমরা কাউকে ভয় করব না, কারো তিরস্কারের প্রতি আমরা দৃষ্টিপাত করব না।

অত্র হাদীসে 'কুফর' (الكفر) দ্বারা উদ্দেশ্য পাপ। অর্থ হবে তোমরা শাসকের সাথে ঝগড়া বা তর্কে লিপ্ত হয়ো না তাদের নেতৃত্বের বিষয়ে এবং তাদের থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না। তবে যখন তোমরা তাদের মাঝে অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখবে নিশ্চতভাবে ইসলামের মূল ভিত্তি হতে যখন তাদেরকে এ অবস্থায় পাবে তখন তোমরা তাদেরকে অস্বীকার করবে এবং হক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে, তোমরা যেখানেই থাক না কেন তাদের আনুগত্য থেকে বের হওয়া এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা হারাম সকল মুসলিমদের ঐকমত্যে।

* কাযী (রহঃ) বলেছেনঃ যদি আমীরের মাধ্যমে কুফরীর কাজ হয়ে যায় বা শারী'আতের পরিবর্তন হয়ে যায় অথবা বিদ্'আত সংঘটিত হয়ে যায় তখন তাঁর আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে। এমতাবস্থায় মুসিলমদের ওপর ওয়াজিব ঐ শাসক থেকে বিরত থেকে ন্যায়পরায়ণ শাসক বানানো যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে মুসলিমগণ ঐ রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে চলে যাবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ উবাদা ইব্নুস সামিত (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68993

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন